ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

তদন্ত কমিশন নিয়ে সংশয়

সাক্ষ্য দিতে আগ্রহী নির্যাতিত ছাত্রীদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের নজিরবিহীন পুলিশি তাণ্ডবের ঘটনার তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিশন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, প্রত্যক্ষদর্শী ও নির্যাতিত কয়েকজন ছাত্রী গতকাল হাজির হয়েছিলেন তদন্ত কমিশনের সামনে। কমিশনের একজন কর্মকর্তা তাদেরকে নাম-ঠিকানা জমা রেখে পরে আসতে বলেন। ঐ কর্মকর্তা বলেন, পরিস্থিতি শান্ত হলে দুয়েক দিনের মধ্যেই হল খুলে দেওয়া হবে। তারপর প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য নেওয়া হবে।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেছেন, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পরই কেবল হল বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হবে-এর আগে নয়।

তদন্ত কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ দ্বিমুখী বক্তব্যের কারণে কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে সংশয় স্থায়ী হয়েছে।

তদন্ত কমিশনে সাক্ষ্য দিতে আগ্রহী কিছু ছাত্রী এক যুক্ত বিবৃতি তৈরি করেছেন। তারা পুলিশের বর্বর নির্যাতনের লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। তারা বলেন, উপাচার্যের নির্দেশেই পুলিশ হলে তাণ্ডব চালায়। আর তাদের গাইডে ছিলেন ছাত্রদল নেত্রীরা।

সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, উপাচার্য আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরীর কিছু বক্তব্যের কারণে এ সন্দেহ ও সংশয় তৈরি হয়েছে। তাদের বক্তব্য, যারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তারাতো বেশিরভাগই হলের আবাসিক ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয় ও হল বন্ধ। সবাই নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেছেন। তাহলে কমিশনের সামনে সাক্ষ্যটা দে[illegible] কে? অল্প কিছুসংখ্যক প্রত্যক্ষদর্শী সা[illegible] ছাত্রছ[illegible]কায়

● এরপর পৃষ্ঠা ১ ক[illegible]

তদন্ত কমিশন নিয়ে সংশয়

● প্রথম পাতার পর

থাকলেও তারা ঝুঁকি নিতে নারাজ। কারণ এর আগে যারা সংবাদ মাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাদের সবাইকে হুমকি দিয়েছে ছাত্রদল ক্যাডাররা।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলের সাধারণ ছাত্রীদের ওপর নজিরবিহীন বর্বর হামলা চালায় পুলিশ। মাটিতে শুইয়ে লাঠিপেটা, চুল টানা, ওড়না ছিনিয়ে নেওয়া, কাপড় ছেড়া, অশ্লীল অশ্রাব্য গালিগালাজ কোনো কিছুই হামলা থেকে বাদ যায়নি। প্রায় দেড় ঘন্টাব্যাপী এ তাণ্ডব চলে। খাটের নিচে, বাথরুমে কিংবা আলমারির নিচে লুকিয়ে থেকেও ছাত্রীরা পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

গত রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, তদন্ত কমিশন আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সম্পৃক্ত ও প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে সাক্ষ্য অথবা লিখিত বক্তব্য প্রদানে আগ্রহী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে সরাসরি যোগাযোগ অথবা নাম ও ঠিকানা কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয় ঢাকা কলেজ সংলগ্ন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) কক্ষ নম্বর ৩০৭-এ জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। তদন্ত কমিশনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উপ-সচিব।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার এ তদন্ত কমিশন গঠন করার পর সরকারের তথ্য বিবরণীতে বলা হয়েছিল, কমিশনকে আগামী সাতদিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। সে অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার ওই প্রতিবেদন দেওয়ার কথা ছিল। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মোঃ তাফাজ্জুল ইসলামের নেতৃত্বে এক সদস্যের তদন্ত কমিশন ২৩ জুলাই দিবাগত রাতে কী ঘটেছিল তা উদঘাটন ও ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের কাজকর্ম আইনানুগ ছিল কিনা তা অনুসন্ধান করে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করবেন।

উপাচার্য আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেছেন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের পর সব সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। ঐ রিপোর্টে দোষী সাব্যস্ত হলেই কেবল পদত্যাগ করবো।

স্থানীয় সরকারমন্ত্রী, বিএনপি মহাসচিব মান্নান ভুঁইয়া বলেছেন, রিপোর্ট পাওয়ার পর কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্য মন্ত্রীরা একই ধরনের কথা বলেছেন।

এদিকে, তদন্ত কমিশন কবে রিপোর্ট দেবে তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। কারণ গত বৃহস্পতিবার তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও কাজ শুরু করছে গত রোববার থেকে। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, আগামী ২ আগস্টের মধ্যে কমিটি তাদের রিপোর্ট দেওয়ার কথা।